দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 11 JAN 2014 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ৬ ...

শিক্ষার্থীদের উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা

প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সকল পর্যায়ের শিক্ষার্থী ও তাহাদের অভিভাবকদের দুশ্চিন্তার অন্ত নাই। বিশেষত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের কয়েক কোটি শিক্ষার্থী ইতোমধ্যে নতুন বই পাইয়া ক্লাস ও স্কুলের সহশিক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য উদগ্রীব হইয়া আছে। কিন্তু বিরোধী দলের হরতাল-অবরোধ ও সহিংসতার মুখে নতুন বৎসরে তাহারা কলরবমুখর ও কোলাহলপূর্ণ ক্যাম্পাসের স্বপ্ন দেখিতে পারিতেছে না। রাজনৈতিক অস্থিরতায় জাতীয় অর্থনীতির পরই সবচাইতে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে আমাদের শিক্ষা খাত। অথচ এই দুইটি সেক্টরেই আমরা দিন দিন উন্নতি লাভ করিতেছিলাম। যাহারা আজ উঁচু ক্লাসের ছাত্র-ছাত্রী তাহারা অনেক সময় এই বাস্তবতা ও উদ্ভূত পরিস্থিতি বুঝিয়া উঠিতে সক্ষম। কিন্তু যাহারা ছোট ও কোমলমতি তাহাদের কোনমতেই বোঝানো যাইতেছে না। পরীক্ষা দিয়া তাহারা উপরের ক্লাসে উঠিয়াছে। সরকারিভাবে প্রাপ্ত নতুন বইয়ের গন্ধেও তাহারা মাতোয়ারা। কিন্তু এক অজানা ভয় ও আতঙ্কে তাহাদেরকে স্কুলে নিয়া যাইতে পারিতেছেন না তাহাদের অভিভাবকরা। স্কুল কর্তৃপক্ষও সিলেবাস তৈরি, রুটিন প্রণয়নসহ যাবতীয় শিক্ষা কার্যক্রম পূর্ণোদ্যমে শুরু করিতে পারিতেছেন না। এমতাবস্থায় প্রশ্ন উঠিয়াছে, যাহারা শিক্ষার্থীদের হতাশা ও উৎকণ্ঠা বুঝিতে চাহেন না, কথায় কথায় হরতাল ও অবরোধের ন্যায় কঠোর কর্মসূচী দেন, তাহারা কি আদৌ শিক্ষার গুরুত্ব ও মর্ম বুঝেন? শিক্ষা ও অর্থনীতি ধ্বংস করিয়া আখেরে যে কেহই লাভবান হইতে পারিবেন না এই বোধোদয় আমাদের কবে হইবে?

এক পরিসংখ্যানে জানা যায়, রাজনৈতিক কর্মসূচী এবং সরকারি ছুটি মিলিয়া ২০১৩ সালে ২০০ দিনেরও বেশি বন্ধ ছিল অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ফলে সিলেবাস শেষ করা সম্ভব হয় নাই এবং দায়সারাভাবে শেষ হয় শিক্ষা কার্যক্রম। শুধু তাহাই নহে, রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে চারটি পাবলিক পরীক্ষা, স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষা ও উচ্চশিক্ষার ভর্তি পরীক্ষা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পড়ে। ইতোমধ্যে নতুন বৎসরে ইংলিশ মিডিয়ামের শিক্ষার্থীরা বিপাকে পড়িয়াছেন। তাহাছাড়া আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে মাধ্যমিক ও এপ্রিলে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইবে। এ সময় এসব পাবলিক ও গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষাকে সকল রাজনৈতিক কর্মসূচীর বাহিরে রাখা সকলের দাবি। অনেকে দূর-দূরান্ত হইতে আসা-যাওয়া করিয়া ক্লাস করে বা পরীক্ষা দেয়। তাহাদের ক্ষেত্রে এই নিরাপত্তাহীনতাই এখন বড় হইয়া দেখা দিয়াছে। নির্বাচনের পর আগামীকাল রবিবার হইতে আবার অবরোধ ডাকা হইয়াছে। তাই দেশব্যাপী শিক্ষার্থীরা চরম সংকটে নিপতিত।

অন্যদিকে এত জ্বালাও-পোড়াও আন্দোলন করিয়াও বিরোধী দলগুলি নির্বাচন ভণ্ডুল করিতে পারে নাই। কার্যত তাহাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়াছে। ইহার একমাত্র কারণ তাহারা পোড়া মাটির নীতি অনুসরণ করিতে গিয়া জনগণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। পলিটিক্স বা রাজনীতির অর্থ হইল, জনগণের অধিকারের বাস্তবায়ন করা এবং তাহাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটানো। তাহাদের জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আনয়ন করা। কিন্তু সেই জনগণ আজ অযৌক্তিক ও বিরক্তিকর রাজনৈতিক কর্মসূচী দ্বারা আক্রান্ত। অগ্নিদগ্ধ হইয়া কিংবা রুটি-রোজগারের নিশ্চয়তা না পাইয়া অনেকেই এখন ধুঁকিয়া ধুঁকিয়া মরিতেছে। অপরিনামদর্শী আন্দোলন মানুষের জীবনকে করিয়া তুলিয়াছে ঝুঁকিপূর্ণ ও বিপন্ন। ইহাকে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ছাড়া আর কিইবা বলা যায়!

তাহার পরও বিরোধী দলসমূহের প্রতি আমরা সম্মান রাখিয়াই বলিতে চাই, যেহেতু তাহারা এতকিছু করিয়াও সফল হন নাই, তাই ইহা হইতে তাহাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। এখন স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েরা ক্লাসে ফিরিয়া যাইতে চায়। তাহাদের অভিভাবকরাও চায় শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে তাহাদের সন্তানরা জীবনে প্রতিষ্ঠিত হউক, উন্নতি লাভ করুক। এই কারণে তাহারা বর্তমানের ক্ষতিকর রাজনৈতিক আন্দোলনকে অন্তত মন দিয়া সমর্থন করিতেছেন না বা করিতে পারিতেছেন না। অতএব, শিক্ষার্থী ও শিক্ষাঙ্গনকে হরতাল-অবরোধের বাহিরে রাখার আহ্বান জানাই।